সর্বজনীন পেনশন বার্তা

সংখ্যা - ৩ | সেপ্টেম্বর ২০২৪ | www.npa.gov.bd | Hotline : 16131, +8809610900800

বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট ও সর্বজনীন পেনশন স্কিম

পেনশন একজন নাগরিকের ভবিষ্যত আর্থিক নিরাপত্তার নিশ্চয়তা।পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্র পেনশন ব্যবস্থা চালুর মাধ্যমে দেশের নাগরিকগণের ভবিষ্যৎ আর্থিক ও সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সক্ষম হয়েছে। প্রবীণ নাগরিকদের আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বিভিন্ন দেশের সরকার বিভিন্ন কৌশল ও পেনশন ব্যবস্থা চালু করেছে। এ সকল কৌশল ও ব্যবস্থা দেশগুলোর জাতীয় অর্থনীতি এবং আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটের উপর নির্ভরশীল। গত কয়েক বছরে বৈশ্বিক অর্থনীতি ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে অভুতপূর্ব পরিবর্তন এসেছে।করোনাভাইরাস মহামারীর সময় লকডাউন এবং বৈশ্বিক সাপ্লাই চেইনে স্থবিরতার কারণে পৃথিবীজুড়ে অর্থনৈতিক মন্দা দেখা দেয়। এরপর রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের কারনে বিশ্বে অর্থনৈতিক সংকট আরও ঘণীভূত হয়। এর ফলে বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল রাষ্ট্রগুলোকে বহুমুখী অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হচ্ছে।

বেশিরভাগ উন্নয়নশীল রাষ্ট্র বৈদেশিক সাহায্যের উপর নির্ভশীলতা কমিয়ে দেশজ আয়ের উপর নির্ভরশীল হবার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশও উন্নয়ন অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখতে অভ্যন্তরীণ রাজস্ব আয় বাড়ানোসহ সরকারি ব্যয়ে মিতব্যয়িতার উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছে। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ঠ অর্জনেও বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ রাজস্ব আয় বাড়ানো অত্যাবশ্যক।স্বাধীনতার পর থেকেই বাংলাদেশে সরকারি চাকুরীজীবিদের জন্য নন কন্ট্রিবিউটরী ডিফাইন্ড বেনিফিট পেনশন ব্যবস্থা চালু আছে। তবে দেশের অধিকাংশ জনগোষ্টি একটি টেকসই ও সুসংগঠিত পেনশন কাঠামোর বাইরে থাকায় সর্বজনীন পেনশন ব্যবস্থাপনা আইনের আওতায় সর্বজনীন পেনশন স্কিম চালু করা হয়। সর্বজনীন পেনশন স্কিমের মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন শ্রেণি পেশার মানুষকে পেনশন কাঠামোর অন্তর্ভুক্ত করা গেলে দেশের জনগণের সামাজিক সুরক্ষার পাশাপাশি ভবিষ্যৎ আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। ফলে, একসময় সামাজিক সুরক্ষা খাতের ব্যয় কমিয়ে আনার সুযোগ সৃষ্টি হবে।সর্বজনীন পেনশন স্কীমে বর্তমানে ৪ টি স্কিম চালু রয়েছে। এ সকল স্কিমে জনগণ স্বেচ্ছায় অংশগ্রহণ করতে পারে।এই ৪টি স্কিমে অংশগ্রহণ বাড়ানোর মাধ্যমে দেশের অধিকাংশ মানুষকে পেনশন ব্যবস্থার আওতায় আনা সম্ভব হবে। জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষ এ স্কিমসমূহে জনগণের অংশগ্রহণ বাড়াতে নানামুখী কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে।

২০২২ সালের শ্রমশক্তি জরিপ অনুযায়ী, বাংলাদেশের মোট শ্রমজীবীদের প্রায় ৮৫% ভাগ অনানুষ্ঠানিক খাতে কর্মরত। অনানুষ্ঠানিক খাতে কর্মরত হওয়ায় বিশাল সংখ্যক নাগরিকের ভবিষ্যত আর্থিক নিরাপত্তা নেই বললেই চলে।বাংলাদেশ বর্তমানে ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড এর কারনে কর্মক্ষম জনসংখ্যার পরিমাণ বেশি থাকার সুফল ভোগ করছে। কিন্তু, আগামী দুই দশকের মধ্যেই বাংলাদেশে প্রবীণ জনসংখ্যা তুলনামুলকভাবে অনেক বৃদ্ধি পাবে। সেক্ষেত্রে, প্রবীণ নাগরিকদের আর্থিক নিরাপত্তার বাইরে রাখলে ভবিষ্যতে বাংলাদেশকে একটি কল্যাণমূলক রাষ্ট্র হিসাবে গড়ে তোলা দুরূহ হয়ে পড়বে। জাতিসংঘের তথ্যমতে, ২০২০ সালে পৃথিবীতে ৬৫ বছরের বেশি প্রবীণ মানুষের সংখ্যা ছিল ৭২৭ মিলিয়ন বা ৭২.৭ কোটি। বর্তমান হারে বাড়লে, এ সংখ্যা ২০৫০ সাল নাগাদ দ্বিগুণ হবে; প্রতি ৬ জনে ১ জনের বয়স হবে ৬৫ বছর বা তার অধিক।এমন সংকটের কারণেই বিশ্বের উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশসমূহ ইতোমধ্যেই ডিফাইন্ড বেনিফিট হতে ডিফাইন্ড কন্ট্রিবিউটরি পেনশন ব্যবস্থা চালু করেছে। এ ব্যবস্থায় একজন নাগরিক বা কর্মচারী নিজের ভবিষ্যৎ আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য মাসিক ভিত্তিতে রাষ্ট্রের পেনশন ফান্ডে কন্ট্রিবিউট করে থাকে। তার জমাকৃত অর্থ হতে মুনাফার ভিত্তিতে অবসরের পর বা প্রবীণ বয়সে সরকারের নিকট হতে পেনশন গ্রহণ করে নিজের জীবনকে সুরক্ষিত করে। জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়াসহ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অনেক দেশই এর মধ্যে কন্ট্রিবিউটরি পেনশন ব্যবস্থা চালু করেছে।

সর্বজনীন পেনশন স্কিম কার্যক্রম বাস্তবায়ন এবং পেনশন ফান্ড এর সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য সরকার জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা করেছে।প্রবাসে বসবাসকারী বাংলাদেশী নাগরিকদের জন্য প্রবাস স্কিম, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কর্মচারীদের জন্য প্রগতি স্কিম, যে সকল নাগরিক স্বকর্মে নিয়োজিত তাঁদের জন্য সুরক্ষা স্কিম এবং দেশের দরিদ্র জনগোষ্টির জন্য সমতা স্কিম নামে ৪টি স্বেচ্ছামূলক স্কিম চালু করা হয়েছে। সর্বজনীন পেনশন স্কিমের মাধ্যমে দেশের জনগণের ভবিষ্যৎ আর্থিক ও সামাজিক নিরাপত্তা হবে সুনিশ্চিত ও সুসংহত যা উন্নত ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণে হবে অন্যতম চালিকাশক্তি।

রেজিস্ট্রেশন করতে ভিজিট করুন
www.upension.gov.bd

সর্বজনীন পেনশন স্কিমে অংশগ্রহণ করুন
আপনার ভবিষ্যৎ আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করুন

প্রবাস স্কিম

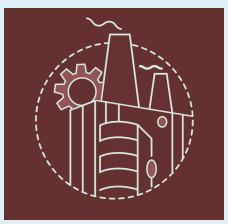
প্রগতি স্কিম

সুরক্ষা স্কিম

সমতা স্কিম

সর্বজনীন পেনশন স্কিমের হালনাগাদ তথ্য

১৭ আগস্ট ২০২৩ তারিখ সর্বজনীন পেনশন স্কিমের কার্যক্রম শুরুর পর থেকে ৪টি স্কিম - সমতা, সুরক্ষা, প্রগতি ও প্রবাস - এর নিবন্ধন শুরু হয়। ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৪ তারিখ পর্যন্ত নিবন্ধনকারীর সংখ্যা যথাক্রমে সমতা ২,৮৫,৮১৭ সুরক্ষা ৬৩,১২৫ প্রগতি ২২,৩৩২ এবং প্রবাস ৮৯৪ জন; মোট নিবন্ধনকারীর সংখ্যা ৩,৭২,১৬৮। মোট জমাকৃত অর্থের পরিমান ১,২৫,৬৬,৯৬,৫০০ । নিবন্ধন কার্যক্রম তরান্বিত করতে জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষ ইতোমধ্যে দেশের সকল ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারসমূহকে নিবন্ধন কার্যক্রমের সাথে যুক্ত করেছে এবং নিবন্ধনকারীগণ যাতে সহজে সাবস্ক্রিপশন জমা দিতে পারেন সে লক্ষ্যে পূর্বে ৪টি ব্যাংকের (সোনালী ব্যাংক, অগ্রণী ব্যাংক, সিটি ব্যাংক ও ব্র্যাক ব্যাংক) সাথে আরো ৮টি ব্যাংকের সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেছে। ব্যাংক ছাড়াও নগদ ও বিকাশ মোবাইল ফিনান্সিয়াল সার্ভিসের সাথেও এম ও ইউ স্বাক্ষর করা হয়েছে । পেনশন ফান্ডে জমাকৃত অর্থের সুরক্ষার পাশাপাশি সর্বোচ্চ রিটার্নসম্পন্ন খাতে বিনিয়োগ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ইতোমধ্যে ১২৪,৯৯,৫৫,৬৭০ টাকা বিভিন্ন মেয়াদের সরকারি ট্রেজারি বন্ডে বিনিয়োগ করা হয়েছে। এর ফলে, পেনশন ফান্ডে বিনিয়োগকৃত অর্থ হয়েছে সম্পূর্ণ সুরক্ষিত ও বিনিয়োগলব্ধ মুনাফার ভিত্তিতে সর্বোচ্চ মাসিক পেনশন প্রাপ্যতাও হয়েছে নিশ্চিত ।

সর্বজনীন পেনশন তহবিল (বিনিয়োগ ও সংরক্ষন) বিধিমালা ২০২৪

বয়স্ক জনগোষ্ঠীকে একটি টেকসই ও সুসংগঠিত সামাজিক নিরাপত্তা কাঠামোতে আনয়নের লক্ষ্যে প্রবর্তিত 'সর্বজনীন পেনশন ব্যবস্থাপনা আইন, ২০২৩' এর আওতায় বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার বাংলাদেশী নাগরিকদের জন্য ৪টি ভিন্ন ভিন্ন স্কিম নিয়ে চালুকৃত এ কর্মসূচির মূল বৈশিষ্ট হলো 'কন্ট্রিবিউটরি ফান্ডেড পেনশন সিস্টেম'। এসব স্কিমে স্বেচ্ছায় নিবন্ধিত ব্যক্তি একটি নির্দিষ্ট পরিমাণে মাসিক চাঁদা নির্ধারিত সময় পর্যন্ত প্রদান করে পেনশনযোগ্য বয়সে উপনীত হলে নির্ধারিত হারে আজীবন মাসিক পেনশন প্রাপ্য হবেন। নিবন্ধিত ব্যক্তির মাসিক জমার অর্থ জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বিনিয়োগের মাধ্যমে অর্জিত মুনাফার ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কর্পাস হিসাব গঠিত হবে এবং উক্ত হিসাবে সমুদয় জমার ভিত্তিতে তার মাসিক পেনশন নির্ধারিত হবে। তাই মাসিক জমার অর্থ বিনিয়োগ একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং এ কার্যক্রম যাতে দূরদর্শিতা, পেশাদারিত্ব ও স্বচ্ছতার সাথে সম্পাদন করা যায়, সে লক্ষ্যে অর্থ বিভাগ কর্তৃক সর্বজনীন পেনশন তহবিল (বিনিয়োগ ও সংরক্ষণ) বিধিমালা বিগত ৩ জুলাই ২০২৪ জারী করা হয়েছে। উক্ত বিধিমালায় বিনিয়োগ ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে একটি বিশেষায়িত তহবিল ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন এবং সর্বোচ্চ রিটার্ন নিশ্চিত করতে লাভজনক ও কম ঝুঁকিপূর্ণ বিনিয়োগের খাতসমূহ চিহ্নিত করা হয়েছে।

তহবিলের অর্থ বিনিয়োগের লক্ষ্যে খাতসমূহ নিম্নরূপঃ

- সরকারী ট্রেজারি বন্ড, ট্রেজারি বিল, অন্যান্য সরকারি সিকিউরিটি, যেমন: সুকুক, ইত্যাদি;
- স্বীকৃত স্থানীয় বা আন্তর্জাতিক রেটিং সংস্থা কর্তৃক মূল্যায়িত দীর্ঘমেয়াদে "AA" এবং স্বল্পমেয়াদে "ST-1" অথবা সমমান রেটিং সম্পন্ন কোনো তফসিলি ব্যাংকে স্থায়ী আমানত;
- বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত বা নিয়ন্ত্রিত মিউচুয়্যাল ফান্ড, তালিকাভূক্ত "A" ক্যাটাগরির বন্ড;
- বাংলাদেশ সরকার বা সরকারি কোনো সংস্থা কর্তৃক অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য গৃহীত বাস্তবায়নাধীন বা বাস্তবায়িত কোনো প্রকল্প বা প্রকল্পের সিকিউরিটি।

বিনিয়োগ বিধিমালা অনুযায়ী তহবিলের অর্থ কোনক্রমেই ব্যক্তি মালিকানাধীন কোনো প্রতিষ্ঠান কিংবা বাংলাদেশের বাইরে বিনিয়োগ করা যাবে না। সরকারি সিকিউরিটিজ ব্যতিত কোন একক খাতে বিনিয়োগ মোট বিনিয়োগের শতকরা ২৫ ভাগের অধিক হবে না।বিনিয়োগ বিধিমালার আওতায় জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের সদস্য (তহবিল ব্যবস্থাপনা)-এর সভাপতিত্বে গঠিত 'তহবিল ব্যবস্থাপনা কমিটি' বিনিয়োগ সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়াদি দেখভালসহ লাভজনক খাতে বিনিয়োগের সুপারিশ করবে এবং গৃহীত কার্যক্রম সম্পর্কে জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করবে। এ কমিটির অন্যান্য সদস্য হলেন অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রনালয়ের প্রতিনিধি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফাইনান্স বিভাগের চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিচালক, সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের পরিচালক। এ প্রক্রিয়ায় গ্রাহকদের জমাকৃত অর্থের সুরক্ষার পাশাপাশি, অধিক রিটার্নসম্পন্ন খাতে বিনিয়োগ নিশ্চিত হবে এবং বিনিয়োগলব্ধ মুনাফার ভিত্তিতে সর্বোচ্চ মাসিক পেনশন প্রাপ্যতাও নিশ্চিত হবে।

বিনিয়োগ বিধিমালা

সর্বজনীন পেনশন স্কিম আইন ও বিধিমালা

- ৩১-০১-২০২৩ খ্রি. তারিখে সর্বজনীন পেনশন ব্যবস্থাপনা আইন, ২০২৩ জাতীয় সংসদে পাস হয়।
- ০২-০৪-২০২৩ খ্রি. তারিখে "জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা" সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারী করা হয়।
- ১৮-০৫-২০২৩ খ্রি. তারিখে "পেনশন পরিচালনা পর্ষদ গঠন" সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারী করা হয়।
- ১৮-০৫-২০২৩ খ্রি. তারিখে জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের নির্বাহী চেয়ারম্যান ও সদস্যগণের চাকরির মেয়াদ ও শর্ত সম্পর্কিত বিধিমালা, ২০২৩ জারী করা হয়।
- ১৩-০৮-২০২৩ খ্রি. তারিখে সর্বজনীন পেনশন স্কিম বিধিমালা, ২০২৩ জারী করা হয়।
- ১৩-০৩-২০২৪ খ্রি. তারিখে সর্বজনীন পেনশন স্কিম বিধিমালার সংশোধনী জারী করা হয়।
- ০৩-০৭-২০২৪ খ্রি. তারিখে সর্বজনীন পেনশন স্কিম তহবিল (বিনিয়োগ ও সংরক্ষণ) বিধিমালা,২০২৪ জারী করা হয়।
- ০৭-০৮-২০২৪ খ্রি. তারিখে সর্বজনীন পেনশন স্কিম বিধিমালার সংশোধনী জারী করা হয়।

৮ টি বাণিজ্যিক ব্যাংকের সাথে জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর

সর্বজনীন পেনশন স্কিম কার্যক্রম বাস্তবায়নে আরও গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে গত ৩ জুলাই ২০২৪ তারিখ অর্থ বিভাগের সম্মেলন কক্ষে ৮টি বাণিজ্যিক ব্যাংকের সাথে জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। এ ব্যাংকগুলো হলো - বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, জনতা ব্যাংক পিএলসি, রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক, প্রাইম ব্যাংক পিএলসি, ডাচ্-বাংলা ব্যাংক পিএলসি, ইস্টার্ন ব্যাংক পিএলসি রূপালী ব্যাংক পিএলসি ও মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক পিএলসি। সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন অর্থ সচিব ড. মোঃ খায়েরুজ্জামান মজুমদার। ৮টি বাণিজ্যিক ব্যাংকের ম্যানেজিং ডাইরেক্টর ও সিইও সহ অর্থ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব, জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা এবং সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের নির্বাহী চেয়ারম্যান জনাব কবিরুল ইজদানী খান ও সংশ্লিষ্ট ব্যাংকসমূহের ম্যানেজিং ডাইরেক্টর ও সিইও সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করেন। সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের মাধ্যমে ৮টি বাণিজ্যিক ব্যাংক সর্বজনীন পেনশন স্কিমের বিভিন্ন স্কিমে জনগনকে নিবন্ধন কাজে সহায়তাসহ নিবন্ধনকারীর সাবস্ক্রিপশন গ্রহণ করবে। যে কোন নিবন্ধনকারী এই ৮টি বাণিজ্যিক ব্যাংকের শাখাসমূহের কাউন্টারে সাবস্ক্রিপশন জমা দিতে পারবেন। এছাড়াও গ্রাহকগণকে সর্বজনীন পেনশন স্কিমে নিবন্ধন করার জন্য ব্যাংকসমূহের শাখা ব্যবস্থাপকগণ সহায়তা প্রদান করবেন। এ সকল ব্যাংকের নির্ধারিত অ্যাপ ব্যাবহার করেও গ্রাহকগণ রেজিস্ট্রেশন ও অনলাইনে পেমেন্ট করতে পারবেন।

সর্বজনীন পেনশন স্কিমের রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রমে যুক্ত হলো ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার (UDC)

সর্বজনীন পেনশন স্কিমে জনসাধারণকে অংশগ্রহণে আগ্রহী করা এবং জনগণের দোরগোড়ায় নিবন্ধন সেবা পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারগুলোকে (UDC) জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের কার্যক্রমের সাথে যুক্ত করা হয়েছে। UDC উদ্যোক্তাদের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য অর্থ বিভাগ হতে গত ৩ জুলাই ২০২৪ তারিখ ১২৩ নং স্মারকে একটি পরিপত্র জারী করা হয়। ফলশ্রুতিতে দেশের সকল UDC থেকে সর্বজনীন পেনশন স্কিমে নিবন্ধন তথা রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রম চালু হয়েছে। UDC উদ্যোক্তাগণ এ বিষয়ে সার্বিক সহযোগিতা করে যাচ্ছেন। UDC উদ্যোক্তাগণ সর্বজনীন পেনশন স্কিমে আবেদনকারীর জন্য প্রযোজ্য পেনশন স্কিম সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে রেজিস্ট্রেশন ফরমটি পূরণ করে দিচ্ছেন। রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন হবার পর অটো জেনারেটেড রেজিস্ট্রেশন কার্ডটি প্রিন্ট করে আবেদনকারীকে প্রদান করছেন এবং পেনশন আইডির বিপরীতে পাসওয়ার্ড তৈরীর বিষয়ে ও পাসওয়ার্ডের গোপনীয়তা রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করছেন। জনসাধারণকে ব্যাপকভাবে অবহিতকরণের লক্ষ্যে উদ্যোক্তাগণ যাতে তাদের স্ব-স্ব UDC তে সর্বজনীন পেনশন স্কিমে রেজিস্ট্রেশনের জন্য প্রয়োজনীয় সকল তথ্য উল্লেখ করে 'বিনামূল্যে সবর্জনীন পেনশন স্কিমে রেজিস্ট্রেশন সহায়তা প্রদান করা হয়' মর্মে দৃশ্যমান স্থানে ব্যানার টানানোর পরামর্শ দেয়া হয়েছে। রেজিস্ট্রেশন কাজে সহযোগিতার জন্য উদ্যোক্তাদের আর্থিক প্রণোদনা দেয়া হবে।সর্বজনীন পেনশনের বহুল প্রচারের নিমিত্ত জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে UDC বরাবর সর্বজনীন পেনশন স্কিমের তথ্য সম্বলিত পোস্টার প্রেরণ করা হচ্ছে।

UDC পরিপত্র

সর্বজনীন পেনশন স্কিমে এনজিওদের অংশগ্রহণ

বাংলাদেশে ২৬২০টি নিবন্ধিত এনজিও আর্থ সামাজিক উন্নয়নের বিভিন্ন লক্ষ্য সামনে রেখে দেশের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে যাচ্ছে। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের দরিদ্র, পশ্চাদপদ ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন, নারীর ক্ষমতায়ন, এবং সমতাভিত্তিক টেকসই উন্নয়নসহ বিভিন্ন সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এনজিও খাতের অবদান অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ।বাংলাদেশে পরিচালিত এনজিওসমূহ কর্মসংস্থানেরও একটি বড় খাত।এনজিও ও সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের সর্বজনীন পেনশনের বিভিন্ন স্কিমে অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক এনজিও বুরো ও মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি (MRA) সহ বিভিন্ন এনজিও সমুহের সাথে উদ্বুদ্ধকরণ সভার আয়োজন করে। এ সকল সভায় এনজিও ও এনজিওর স্টেকহোল্ডারগণ সর্বজনীন পেনশন স্কীমে অংশগ্রহণে আগ্রহ প্রকাশ করে। এর ফলশ্রুতিতে "পপি" ও "এসকেএফ" নামক ২টি বৃহৎ এনজিও সর্বজনীন পেনশন স্কিমে আনুষ্ঠানিকভাবে অংশগ্রহণ করেছে। ইতোমধ্যে ৯২ টি এনজিও রেজিস্ট্রেশন করেছে যার মধ্যে ১০টি বৃহৎ এনজিও রয়েছে। আরও এনজিও নিবন্ধিত হওয়ার বিষয়টি বর্তমানে প্রক্রিয়াধীন আছে।

Roundtable on Insurance and Retirement Savings in Asia

গত ৯-১০ জুলাই ২০২৪, ইন্দোনেশিয়ার Yogyakarta এ অনুষ্ঠিত OECD-ADBI-OJK Roundtable on Insurance and Retirement Savings in Asia সেমিনারে সর্বজনীন পেনশন স্কিমের উপর প্রেজেন্টেশন প্রদান করেন জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের সদস্য (ফান্ড ম্যানেজমেন্ট) জনাব মোঃ গোলাম মোস্তফা।

সর্বজনীন পেনশন স্কিমের ৪টি স্কিম

প্রগতি স্কিম

চাকরি করি বেসরকারি, পেনশন স্কিমে আমিও আছি

মাসিক জমার হার	২,০০০ টাকা	৩,০০০ টাকা	৫,০০০ টাকা	১০,০০০ টাকা
জমা প্রদানের মোট সময়কাল (বছরে)	সম্ভাব্য মাসিক পেনশন (টাকা)	সম্ভাব্য মাসিক পেনশন (টাকা)	সম্ভাব্য মাসিক পেনশন (টাকা)	সম্ভাব্য মাসিক পেনশন (টাকা)
৪২	৬৮,৯৩১	১,০৩,৩৯৬	১,৭২,৩২৭	৩,৪৪,৬৫৫
৪০	৫৮,৪০০	৮৭,৬০১	১,৪৬,০০১	২,৯২,০০২
৩৫	৩৮,৩৭৪	৫৭,৫৬১	৯৫,৯৩৫	১,৯১,৮৭০
৩০	২৪,৯৩২	৩৭,৩৯৮	৬২,৩৩০	১,২৪,৬৬০
২৫	১৫,৯১০	২৩,৮৬৪	৩৯,৭৭৪	৭৯,৫৪৮
২০	৯,৮৫৪	১৪,৭৮০	২৪,৬৩৪	৪৯,২৬৮
১৫	৫,৭৮৯	৮,৬৮৩	১৪,৪৭২	২৮,৯৪৪
১০	৩,০৬০	৪,৫৯১	৭,৬৫১	১৫,৩০২

বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মালিক ও কর্মচারীদের জন্য এই স্কিম। প্রাতিষ্ঠানিকভাবে অথবা নিজ উদ্যোগে এককভাবে এ স্কিমে যুক্ত হওয়া যাবে। প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্কিমে যোগ দিলে স্কিমের চাঁদার ৫০ শতাংশ কর্মী এবং বাকি অংশ প্রতিষ্ঠান দিবে।

মাসিক জমার পরিমাণ ২০০০, ৩০০০, ৫০০০ ও ১০০০০ টাকা।

সমতা স্কিম

সমতা স্কিমের নিশ্চয়তা, সরকার দেবে সহায়তা

মাসিক জমার হার	১,০০০ টাকা (চাঁদাদাতা ৫০০ টাকা + সরকারি অংশ ৫০০ টাকা)
জমা প্রদানের মোট সময়কাল (বছরে)	সম্ভাব্য মাসিক পেনশন (টাকা)
৪২	৩৪,৪৬৫
৪০	২৯,২০০
৩৫	১৯,১৮৭
৩০	১২,৪৬৬
২৫	৭,৯৫৫
২০	৪,৯২৭
১৫	২,৮৯৪
১০	১,৫৩০

দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী (যাদের আয়সীমা বাৎসরিক অনুর্ধ্ব ৬০ হাজার টাকা) স্বল্প আয়ের নাগরিকগণের জন্য এ স্কিম। সমতা স্কিমে মাসিক চাঁদার হার ১০০০ টাকা, যার মধ্যে চাঁদাদাতার জমার পরিমাণ ৫০০ টাকা এবং বাকি ৫০০ টাকা দিবে সরকার।

প্রবাস স্কিম

প্রবাস স্কিমে অংশগ্রহণ, দেশে ফিরে সুন্দর জীবন

মাসিক জমার হার	২,০০০ টাকা	৫,০০০ টাকা	৭,৫০০ টাকা	১০,০০০ টাকা
জমা প্রদানের মোট সময়কাল (বছরে)	সম্ভাব্য মাসিক পেনশন (টাকা)	সম্ভাব্য মাসিক পেনশন (টাকা)	সম্ভাব্য মাসিক পেনশন (টাকা)	সম্ভাব্য মাসিক পেনশন (টাকা)
৪২	৬৮,৯৩১	১,৭২,৩২৭	২,৫৮,৪৯১	৩,৪৪,৬৫৫
৪০	৫৮,৪০০	১,৪৬,০০১	২,১৯,০০১	২,৯২,০০২
৩৫	৩৮,৩৭৪	৯৫,৯৩৫	১,৪৩,৯০২	১,৯১,৮৭০
৩০	২৪,৯৩২	৬২,৩৩০	৯৩,৪৯৫	১,২৪,৬৬০
২৫	১৫,৯১০	৩৯,৭৭৪	৫৯,৬৬১	৭৯,৫৪৮
২০	৯,৮৫৪	২৪,৬৩৪	৩৬,৯৫১	৪৯,২৬৮
১৫	৫,৭৮৯	১৪,৪৭২	২১,৭০৮	২৮,৯৪৪
১০	৩,০৬০	৭,৬৫১	১১,৪৭৭	১৫,৩০২

বিদেশে কর্মরত বা অবস্থানরত বাংলাদেশি নাগরিক চাঁদার অর্থ বৈদেশিক মুদ্রায় বা বাংলাদেশে তিনি যে ব্যাংক একাউন্টে রেমিটেন্স প্রেরণ করেন, সে একাউন্ট হতে জমা প্রদান করে এ স্কিমে অংশ নিতে পারবেন। পেনশন স্কিমের মেয়াদ শেষে দেশীয় মুদ্রায় পেনশন দেওয়া হবে। জাতীয় পরিচয়পত্র না থাকলে পাসপোর্টের তথ্য দিয়ে নিবন্ধন করতে পারবেন।

মাসিক জমার পরিমাণ ২০০০, ৫০০০, ৭৫০০ ও ১০০০০ টাকা।

সুরক্ষা স্কিম

কৃষক শ্রমিক জেলে তাঁতী, পেনশন স্কিমে সবাই মাতি

মাসিক জমার হার	১,০০০ টাকা	২,০০০ টাকা	৩,০০০ টাকা	৫,০০০ টাকা
জমা প্রদানের মোট সময়কাল (বছরে)	সম্ভাব্য মাসিক পেনশন (টাকা)	সম্ভাব্য মাসিক পেনশন (টাকা)	সম্ভাব্য মাসিক পেনশন (টাকা)	সম্ভাব্য মাসিক পেনশন (টাকা)
৪২	৩৪,৪৬৫	৬৮,৯৩১	১,০৩,৩৯৬	১,৭২,৩২৭
৪০	২৯,২০০	৫৮,৪০০	৮৭,৬০১	১,৪৬,০০১
৩৫	১৯,১৮৭	৩৮,৩৭৪	৫৭,৫৬১	৯৫,৯৩৫
৩০	১২,৪৬৬	২৪,৯৩২	৩৭,৩৯৮	৬২,৩৩০
২৫	৭,৯৫৫	১৫,৯১০	২৩,৮৬৪	৩৯,৭৭৪
২০	৪,৯২৭	৯,৮৫৪	১৪,৭৮০	২৪,৬৩৪
১৫	২,৮৯৪	৫,৭৮৯	৮,৬৮৩	১৪,৪৭২
১০	১,৫৩০	৩,০৬০	৪,৫৯১	৭,৬৫১

স্বকর্মে নিয়োজিত ব্যক্তিদের জন্য এ স্কিম। কৃষক, রিকশাচালক, শ্রমিক, কামার, কুমার, জেলে, তাঁতি, দোকানদার, ব্যবসায়ী, গৃহিণীসহ সব অনানুষ্ঠানিক খাতে নিয়োজিত ব্যক্তিগণ নির্ধারিত হারে চাঁদা প্রদান করে এ স্কিমে যুক্ত হতে পারবেন।

মাসিক জমার পরিমাণ ১০০০, ২০০০, ৩০০০ ও ৫০০০ টাকা।

জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষ
অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

www.npa.gov.bd
৪৩ কাকরাইল ঢাকা-১০০০
হটলাইনঃ ১৬১৩১, +৮৮ ০৯৬১০ ৯০০৮০০
(বাংলাদেশ সময় সকাল ৯টা থেকে বিকাল ৫টা)